সমকাল

তারিখ ... 03 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

জাল সনদে শিক্ষকতা

অনিয়মের নিকৃষ্টতম নজির

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমবেশি ৬০ হাজার শিক্ষকের সনদ জাল– শুক্রবার সমকালে প্রকাশিত বিশেষ প্রতিবেদনের এমন শিরোনাম নিছক উদ্বেগ সৃষ্টিকারী নয়, বরং গা শিউরে তোলার মতো। আমরা জানি, শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম এখন অনেকটা 'ওপেন সিক্রেট'। প্রত্যন্ত গ্রামের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠেও আলো ছড়ানোর মানুষ নির্বাচনে কী ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, কমবেশি সবাই এখন জানেন। দলবাজি, স্বজনপ্রীতি, আঞ্চলিকতা এমনকি আর্থিক লেনদেনেরও অভিযোগ অহরহ মেলে। কিন্তু জাল সনদ দিয়ে শিক্ষকতা সম্ভব এ ক্ষেত্রে নবীন অথচ নিকৃষ্টতম সংযোজন। সমকালের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অভিযুক্ত শিক্ষকরা মূলত চার ধরনের জাল সনদ বেশি ব্যবহার করছেন– শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, শিক্ষকতা নিবন্ধন সনদ, কম্পিউটার শিক্ষার সনদ ও অভিজ্ঞতার সনদ। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যিনি নিজেই জাল সনদধারী, তিনি কীভাবে 'মানুষ গড়ার কারিগর' হবেন? আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের কাছে কী ধরনের শিক্ষা পাবে, বলাই বাহুল্য। শিক্ষক যেখানে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দেন; সেখানে এসব 'শিক্ষক' না ধারণ করেন নৈতিকতা, না আছে প্রজ্ঞা। কেবল একজন-দু'জন নন; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরে (ডিআইএ) প্রতিবেদনে দেখা গেছে, কেবল গত অর্থবছরেই সারাদেশে দেড় হাজারের বেশি শিক্ষকের বিভিন্ন সনদ জাল প্রমাণিত হয়েছে। এই চিত্র 'মহামারী' ছাড়া আর কী? সমকালের কাছে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষামন্ত্রী জাল সনদধারীদের যথার্থই 'শিক্ষক' নয়, বরং 'প্রতারক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আমরা এই বক্তব্যের প্রতিফলন কাজেও দেখতে চাই। আমরা দেখতে চাই, সব জাল সনদধারীকে শনাক্ত ও চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত তারা যে রাষ্ট্রীয় অর্থ গ্রহণ করেছে, তা কেবল ফেরত নয়; প্রতারণার জন্য শাস্তিও পেয়েছেন। মনে রাখা জরুরি, আমরা যদি শিক্ষক বাছাইয়ে স্বচ্ছ ও নৈতিক মানদণ্ড বজায় রাখতে না পারি, তাহলে শিক্ষা প্রসারে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ নিছক কাগুজে সাফল্যই জন্ম দিতে থাকবে।